



হাজেরা বিবি

১৯৪৫ সালে

রাজবাড়ী জেলার সূর্যনগর

হাজেরা বিবি বিবাহ সূত্রে ফরিদপুরের অম্বিকাপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বিয়ের ৩ মাস পরেই বিধবা হন। সততা, উদারতা ও নিষ্ঠার প্রবল আত্মবিশ্বাস দিয়ে হাজেরা বিবি পরাভূত করেন সকল বৈরিতা ও প্রতিবন্ধকতা। অর্জন করেন আত্মার প্রশান্তি ও চিত্তের আরাম। তাঁর ক্রমাগত সংগ্রামের রোজনামচা তুলে আনা বড় দূরহ। মানুষ হিসেবে হাজেরা বিবি ছিলেন অতিসজ্জন, পরোপকারী ও উদার। তাঁর সান্নিধ্যে গেলে টের পাওয়া যেত তিনি তাঁর গানের মতোই সুন্দর সরল ও গভীর ছিলেন। হাজেরা বিবির সংসার জীবন, গায়কী সফলতা, ধর্মান্তরিত হওয়াসহ সবকিছুতেই ছিল কবি জসীমউদদীন উৎসাহ সহযোগিতা ও প্রেরণা।

পল্লীকবি জসীম উদদীনের মাধ্যমেই সংগীত জগতে তিনি স্থায়ী আসন করে নেন। জসীম উদদীন রচিত পল্লীগীতি, মারফতি, মুর্শিদী, বিচার ও জারী গান গেয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর পাকিস্তান রেডিওতে শিল্পী হিসাবে গান করেছেন। তার নিচের রচিত গান গ্রাম বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। অল্প বয়সেই তিনি সংগীত জগতে ধূমকেতুর মত আর্বিভূত হয়েছেন।

তার গানের স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক লাভ করেন। তিনি ফরিদপুর লালন পরিষদ ও সংগীত শিল্পী কল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলেন।